JUL 18 2002

কিশোরগঞ্জ

গণ-গ্রন্থাগার এ কি দশা তার?

কিশোরগঞ্জ : কে বলবে এটা একটি সরকারী গণ-গ্রন্থাগার –ইত্তেফাক

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলা সরকারী গণ-গ্রন্থাগারটি বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। স্থান সংকুলান এবং চেয়ার-টেবিলের অভাবে পাঠকরা নিত্যদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এদিকে প্রয়োজনীয় বুক সেলফের অভাবে দেয়ালের তাকে কিংবা ফ্লোরের উপর অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থেকে অনেক মূল্যবান বই-পত্র বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। জেলা সরকারী গণ-গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন ভবন নেই। '৮২ সাল থেকে পৌরসভায় মালিকানাধীন ভাড়া করা একটি টিনশেড ভবনে সরকারী গণ-গ্রন্থাগারের কাজ চলছে।

বর্তমানে বড় কক্ষটি সংস্কার করা হলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে সেটি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। একটি অপরিসর কক্ষকে বর্তমানে অফিস রুম এবং রিডিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাঠকক্ষে মাত্র ২টি টেবিল এবং ৮/১০টি চেয়ার রয়েছে। অথচ এখানে প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াইশত পাঠক আসে। লাইব্রেরীতে ১০টি দৈনিক পত্রিকা ছাড়াও সাপ্তাহিক, মাসিক ম্যাগাজিন রাখা হয়। বেশীরভাগ সময়ই পাঠকক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পঠন কার্য সমাধা করতে হয়।

লাইব্রেরীতে বর্তমানে অনার্স ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স বইসহ ১০ হাজার ৫০০টি পুস্তক রয়েছে। কিন্তু বইগুলো পড়ার সুযোগ পাঠকদের নেই।

এর কারণ হিসেবে জানা যায়, বইগুলো গুছিয়ে রাখার মতো প্রয়োজনীয় সেলফ নেই। অনেক বই-ই বস্তাবন্দি অবস্থায় মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। লাইব্রেরীয়ান জানান, পাঠকদের সুবিধার্থে এবং বইগুলো সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য ১০/১২টি স্ট্যান্ডার্ড রিডিং টেবিল, একশত চেয়ার, ১০টি বুক সেলফ, ৬টি সিলিং ফ্যান ও ১টি কম্পিউটার জরুরীভিত্তিতে সরবরাহ প্রয়োজন। অবিলম্বে সরকারী খাস জায়গায় গণ-গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্যও সুধীমহল দাবী জানিয়েছে।